97844 - অসুস্থতার কারণে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা

প্রশ্ন

জনৈক ব্যক্তি পাকস্থলীর ক্যানসারে আক্রান্ত। তরল ও বর্জ্য বের হওয়ার জন্য তার শরীরে পেটের কাছে একটি ছিদ্র করা হয়েছে। (আল্লাহ্ আপনাদেরকে সম্মানিত করুন)। তিনি জিজ্ঞেস করছেন তার জন্য কি দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা জায়েয হবে?

প্রিয় উত্তর

হ্যাঁ; তার জন্য দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা জায়েয। তিনি যোহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করবেন এবং মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করবেন; সেটা অগ্রিম একত্রিতকরণ হোক কিংবা বিলম্বিত একত্রিতকরণ হোক (প্রথম নামাযের ওয়াক্তে হোক কিংবা শেষের নামাযের ওয়াক্তে হোক)। কেননা রোগ হচ্ছে—এমন একটি ওজর যার কারণে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা বৈধতা পায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ নারীকে এ রুখসত দিয়েছেন যিনি ছিলেন 'মুস্তাহাযা' (মাসিকের দিনগুলোর পরেও যার রক্তস্রাব চলে) ছিলেন। তিনি তাকে দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করার রুখসত দিয়েছেন। [সুনানে আবু দাউদ (২৮৭) ও সুনানে তিরমিযি (১২৮), শাইখ আলবানী 'সহিহুত তিরমিযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]

'ইস্তিহাযা' এক প্রকার রোগ (ইস্তিহাযাগ্রস্তকে বলা হয়- মুস্তাহাযা)। ইমাম আহমাদ রোগীর জন্য দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করার পক্ষে এভাবে দলিল দিয়েছেন যে, অসুস্থতার অবস্থা সফরের অবস্থার চেয়ে কষ্টকর। তিনি সূর্য ডোবার পর শিংগা লাগিয়েছেন, এরপর রাতের খাবার খেয়েছেন, এরপর মাগরিব ও এশার নামায একত্রে আদায় করেছেন।"[কাশ্শাফুল ক্বিনা (২/৫)]

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

যে রোগীর জন্য দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করা জায়েয তার জেনে রাখা উচিত যে, তাকে প্রত্যেক ওয়াক্তের পূর্ণ নামায আদায় করতে হবে; সংক্ষিপ্ত করা যাবে না। কেননা নামায কসর বা সংক্ষিপ্তকরণ শুধু মুসাফিরের জন্য জায়েয। কেউ কেউ ধারণা করে যে, রোগের কারণে সে তার নিজ বাসস্থানে অবস্থান করাকালে নামায একত্রে আদায় করলে নামায কসরও করতে হবে— এটা সঠিক ধারণা নয়।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: "নামায কসর করার কারণ হচ্ছে— কেবল সফর; সফর ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে নামায কসর করা জায়েয নয়। পক্ষান্তরে, নামায একত্রে আদায় করার কারণ হচ্ছে— প্রয়োজন ও ওজর। যদি একত্রে নামায আদায় করার প্রয়োজন হয় তাহলে সফর সংক্ষিপ্ত হোক কিংবা দীর্ঘ হোক নামায একত্রিত করতে পারবে। অনুরূপভাবে বৃষ্টি ও এ ধরণের কোন কারণেও একত্রিত করতে পারবে। রোগ ও এ ধরণের কোন কারণেও একত্রিত করতে পারবে। এছাড়াও অন্যান্য কারণে নামায একত্রিত করতে পারবে। উদ্দেশ্য হচ্ছে- উম্মতের উপর থেকে কাঠিন্য দূর করা।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (২২/২৯৩)]

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যেন, অসুস্থ মুসলমানদেরকে সুস্থ করে দেন, তাদেরকে ধৈর্য রাখা ও সন্তুষ্ট থাকার তাওফিক দেন এবং তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করেন।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।